নীড়ে ফেরার আহ্বান

নীড়ে ফেরার
আহ্বান

দীপ্তিময়ী টিম

সম্পাদনা
তানজিল আরেফিন আদনান

আয়ান
প্রকাশন

নীড়ে ফেরার আহ্বান

দীপ্তিময়ী টিম

সম্পাদনা
তানজিল আরেফিন আদনান

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা ২০২২

গ্রন্থস্বত্ব
প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশনায়
আয়ান প্রকাশন
ইসলামি টাওয়ার ৩য় তলা **১১/১** বাংলাবাজার, ঢাকা-**১১০০**
০১৯৭২-৪৩০৯২৯ , ০১৬৩২-৪৩০৯২৯

একুশে বইমেলা পরিবেশক
সবুজ পাতা

প্রচ্ছদ ও পৃষ্ঠাসজ্জা
ফেরদাউস মিক্বদাদ

ISBN 978-984-95998-6-9

মূল্য | ৩৬০.০০ (তিনশত ষাট) টাকা মাত্র

অনলাইন পরিবেশক
www.rokomari.com, www.wafilife.com
এ ছাড়াও প্রতিটি অনলাইন শপে পাচ্ছেন।

ভারতে আমাদের পরিবেশক

নিউ লেখা প্রকাশনী
৫৭ ডি কলেজ স্ট্রিট কলকাতা-৭৩

সে সকল তৃষ্ণার্ত অন্তরকে, যে
অন্তর রবের রহমতের তৃষ্ণায়
কাঁতর।

সূচি

ফেরা | ০৭
ভালোবাসা হোক কেবল আল্লাহর জন্য | ১৮
এক টুকরো আলো | ২৮
নীড়ে ফেরার উপাখ্যান | ৩৬
পরীক্ষাগার | ৪৯
জান্নাতের সবুজ পাখি | ৫৬
আশার আলো | ৬৪
শরতের আকাশে হিদায়াতের সুবাস | ৭৫
সুন্দর জীবন পেতে নীড়ে ফেরার আহ্বান | ৮৩
নীড়ে ফেরা | ৯২
স্বপ্নজয়ের গল্প | ৯৯
আখলাকে দাওয়াহ্ | ১০৩
নতুন পথের পথিক | ১১০
ভুলের সমাপ্তি | ১১৪
পরশপাথরের ছোঁয়া | ১১৯
বন্ধুত্ব | ১৩০
নেয়ামত | ১৩৫
অতঃপর পরদিন | ১৪১
ধোঁকা | ১৫৩
আচরণের বিচরণ | ১৬৫
হৃদয়ের বন্ধন | ১৮৪

ফেরা

জুয়াইরিয়া কাজিমা

১.

জায়নামাজে বসে চোখের পানি বিসর্জন দিচ্ছে আমাতুল্লাহ। আজকের মতো এত প্রশান্তি আমাতুল্লাহ জীবনে কখনো অনুভব করেনি। রবের কাছে ফিরে আসতে পারাটাই চরম সফলতা। আমাতুল্লাহ জায়নামাজে বসে বসে অতীতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে যাচ্ছে। পরম কৃতজ্ঞতা এবং ভালোবাসামাখা স্বরে আল্লাহকে বলছে, ‘আমার রব, আপনার দিকে মাথা তুলে তাকানোর সাহসটুকু আমার নেই। আমি অধম জীবনে অনেক ভুল করেছি। মাওলাগো, আমি গুনাহগার। তুমি মাওলা আমাকে ফিরিয়ে দিয়ো না। ও আল্লাহ, তুমি ছাড়া আমার আর কে আছে বলো না! তুমি মাওলা মেহেরবানি করে আমায় ফিরিয়ে দিয়ো না।’

২.

হাসান সাহেব ও জামিলার ঘর আলো করে আসে এক ফুটফুটে কন্যা সন্তান। হাসান সাহেবের বাবা বড় শখ করে নাতনির কানের কাছে আযান দেন। এরপর কোলে নিয়ে তার নাম রাখেন আমাতুল্লাহ। ছোটবেলায় আমাতুল্লাহ অনেক মিশুক ছিল। আস্তে আস্তে ছোট্ট আমাতুল্লাহ বড় হতে লাগল। বয়স বাড়ার পাশাপাশি আমাতুল্লাহ’র রাগের মাত্রাও বৃদ্ধি পেতে লাগল। বড়দের সাথে চোখ গরম করে

কথা বলা যেন মেয়েটার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। জামিলা সুলতানা অনেক চেষ্টা করেও মেয়েকে মক্তবে পাঠাতে পারেননি। যে বয়সে মক্তবে আলিফ, বা, তা, শেখার কথা, সেই বয়সে হাসান সাহেব মেয়েকে গানের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছেন। মেয়ের আব্দারগুলো পূরণ করার যথেষ্ট চেষ্টা হাসান সাহেব করে যান। হাসান সাহেবের বাবা আমিনুল সাহেবের অনেক ইচ্ছে ছিল আমাতুল্লাহকে মাদরাসায় পড়াবেন। আমিনুল সাহেবের ইচ্ছেটা আর পূরণ হয়ে ওঠেনি।

‘আমাদের মেয়েটাকে মাদরাসায় পড়াতে চাই।’

স্ত্রীর কথায় হাসান সাহেব রেগে আগুন হয়ে গেলেন। হাসান সাহেবের ভয়ংকর রাগের কথা জামিলার অজানা নয়। বিয়ের পর থেকে অনেক চেষ্টা করেও জামিলা সুলতানা হাসান সাহেবকে পরিবর্তন করতে পারেননি। এই দুঃখটা রয়েই গেল।

৩.

আমাতুল্লাহ বিশ বছরে পা দিয়েছে। ছেলে বন্ধুদের সাথে ঢলাঢলি না করতে পারলে আমাতুল্লাহর রাতের ঘুম হারাম হয়ে যায়। মেয়ের কথামতো হাসান সাহেব মেয়েকে দামি একটি ভার্সিটিতে ভর্তি করান। ধীরে ধীরে আমাতুল্লাহ’র পড়াশুনার অনেক অবনতি হতে লাগল। আমাতুল্লাহ জড়িয়ে পড়ল আধুনিকতা নামক বেহায়াপনায়।

ফজরের সালাত আদায় করে জামিলা সুলতানা জানালার পর্দাটা সরিয়ে দিলেন। ভোরের শিশির কণা জানালার কাঁচ বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে। ছিন্ন মেঘের ফাঁক গলে রোদেলা মুখ নিয়ে উঁকি দেয়া সূর্যের আলোয় সবটা আলোকিত হয়ে গেল। জামিলা সুলতানা কুরআন শরীফ রেখে মেয়ের রুমের দিকে এগিয়ে গেলেন। ১০টার আগে বাপ-বেটির বিছানা ছেড়ে ওঠার কোনো নাম গন্ধ থাকে না। প্রগতিশীল এই বাবা-মেয়েকে নিয়ে জামিলা সুলতানার দুঃখের শেষ নেই।

মেয়ের রুমে উঁকি দিতেই জামিলা সুলতানা চমকে গেলেন। আমাতুল্লাহ আজ সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে গেছে।

‘আজকে এত তাড়াতাড়ি উঠেছ কেন আম্মু?’

মায়ের প্রশ্নে আমাতুল্লাহ বিরক্ত হলো। গম্ভীর কণ্ঠে বলল,

‘সব কথা তোমাকে কেন বলতে হবে! আমি বাবাকে বলেছি।’

মেয়ের কথায় জামিলার মন খারাপ হলো না। রোজই তাকে এমন কড়া কথার সম্মুখীন হতে হয়। জামিলা সুলতানা মেয়ের মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন,

‘তুমি রাগ করছো কেন মামনি? আমি তো কেবল জিজ্ঞেস করেছি।’

আমাতুল্লাহ মাকে আর কথা বলার সুযোগ না দিয়ে নিজে নিজেই বলতে শুরু করল,

‘হয়েছে হয়েছে’। আজ ভ্যালেন্টাইনস ডে, আমরা সব ফ্রেন্ডরা মিলে ঠিক করেছি আজকে কোথাও ঘুরতে যাব।’

আমাতুল্লাহর কথা শুনে জামিলা সুলতানা ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন,

‘ছেলেদের সাথে মিশো না মামুনি। মেয়েদের এভাবে ছেলেদের সাথে মেলামেশা করা মোটেও উচিত না।’

মায়ের কথা শুনে আমাতুল্লাহ রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে বলল,

‘উফ! আমি কার সাথে ঘুরব সেটা আমার ব্যাপার। এত ঘ্যানঘ্যান করো কেন? বাবা যে কী করে তোমাকে সহ্য করছে।’

মেয়ের কথা শুনে জামিলা সুলতানার মাথাটা ঝিমঝিম করতে লাগল। তিনি মৃদু কণ্ঠে বললেন,

‘বিপদ যখন আসে তখন বলে আসে না। তুমি সাবধানে থেকো। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলব—ছেলেদের থেকে দূরে দূরে থেকো। একটা মেয়েকে একা পেলে ছেলেরা হিংস্র জানোয়ার হতে দ্বিতীয় বার ভাবে না। তাদের চোখে তখন কোনো দয়া-মায়া কিছুই থাকে না।’

আমাতুল্লাহ রাগে কটমট করতে করতে বলল,

‘তুমি চুপ থাকো।’

‘সন্ধ্যার আগে ফিরে এসো মা।’

‘আমি কখন ফিরব সেটা আমার ব্যাপার। তোমাকে এত কথা বলতে বলেছে কে? যাও তো এখান থেকে।’

মেয়ের কথাগুলো জামিলা সুলতানার বুকে কাটার মতো বিঁধল। তিনি আর এক মূহুর্তও সেখানে দাঁড়ালেন না।

৪.

ঘোলাটে সূর্যটা অস্ত যাওয়ার সময় হয়েছে। আস্তে আস্তে মানুষের আনাগোনা কমতে শুরু করেছে। আমাতুল্লাহর ফরসা ললাটে তরল বিন্দুর মতো ঘাম চিকচিক করছে। বাতাসের সাথে তাল মিলিয়ে খোলা চুলগুলো যেন নৃত্য করছে।

মাগরিবের আযান হয়েছে। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার নেমে এসেছে। ছেলে বন্ধুদের সাথে কথা বলতে বলতে আমাতুল্লাহ খেয়ালই করল না কখন একটা নির্জন রাস্তায় চলে এসেছে। রাস্তার আশেপাশে কোনো মানুষের ঘর-বাড়ি দেখা যাচ্ছে না। এতক্ষণে আমাতুল্লাহ নিজের একাকিত্ব অনুভব করতে পারল। ছেলেগুলো হাসির ছলে আমাতুল্লাহর বিভিন্ন স্পর্শকাতর স্থানে স্পর্শ করতে লাগল। তাদের এই কাণ্ডে ভয়ে আমাতুল্লাহর হাত-পা অবশ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। আমাতুল্লাহকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ছেলেগুলো পৈচাশিক হাসি দিয়ে আমাতুল্লাহকে আরেকটু বেশি বিরক্ত করতে লাগল। হঠাৎ রাস্তার পাশের ঝোপঝাড় থেকে বেরিয়ে এলো আরও কয়েকজন সুঠাম দেহের ছেলে। ওরা আমাতুল্লাহকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে যেতে লাগল পাশের ঝোপঝাড়ে। আমাতুল্লাহ চিৎকার করতে গিয়েও পারছে না। শরীরটা কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে আসছে। এই অবস্থায় মায়ের কথাগুলো খুব মনে পড়ছে তার—'মেয়েদের কাজ হলো জীবন দিয়ে হলেও নিজের সতীত্ব রক্ষা করা। আল্লাহ্ তাআলা মেয়েদের ওপর পর্দা ফরজ করেছেন। মানুষের খারাপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য হলেও পর্দা করা উচিত।'

আমাতুল্লাহর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করছে—

'হ্যাঁ, আম্মু, তুমি ঠিক বলেছ। নন-মাহরাম ছেলে-মেয়ে কিছুতেই বন্ধু হওয়া উচিত না, কিছুতেই না।'

গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে চিৎকার করে আমাতুল্লাহ্ জ্ঞান হারাল।

৫.

চারিদিকে ফজরের আযান হচ্ছে। চোখ খুলতেই আমাতুল্লাহ নিজেকে সুন্দর একটি ঘরে আবিষ্কার করল। আমাতুল্লাহকে চোখ খুলতে দেখে পাশে বসে থাকা মধ্যবয়স্ক মহিলাটি বললেন,

‘এখন কেমন লাগছে মা?’

গতকালের কথা মনে আসতেই আমাতুল্লাহর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল,

‘আমার কী হয়েছে? আমি এখানে কী করে আসলাম?’

মহিলাটি মিষ্টি কণ্ঠে জবাব দিলেন,

‘অস্থির হওয়ার কিছু নেই মা। আগে চলো, আমরা সালাত আদায় করে নিই।’ মহিলাটির কথা আমাতুল্লাহর খুব ভালো লাগল। কিন্তু আমাতুল্লাহ্ অনেক চেষ্টা করেও দুটো ব্যতীত আর কোনো সুরা মনে করতে পারল না।

আমাতুল্লাহ ড্যাবড্যাব চোখে মহিলাটির দিকে তাকিয়ে ক্ষীণ কণ্ঠে বলল,

‘আমার কোনো সুরা জানা নেই।’

মহিলাটি মৃদু হেসে বললেন,

‘কোনো সমস্যা নেই মা। আমি শিখিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। অজু করবে চলো।’

মহিলাটির এত কোমল ব্যবহারে আমাতুল্লাহ যারপরনাই বিস্মিত হলো। কত সুন্দর করে তাকে অজু করার নিয়ম শিখিয়ে দিলো। মহিলাটির পাশে দাঁড়িয়ে আমাতুল্লাহ্ ফজরের সালাত আদায় করল। মহিলাটি তাক থেকে কুরআন শরীফ নিতে নিতে বললেন,

‘আমি কুরআন তিলাওয়াত করব, তুমি শুনবে?’

আমাতুল্লাহ হ্যাঁ সূচক জবাব দিলো।

ফজরের পর সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করার অনেক ফযিলত রয়েছে। মহিলাটি মনোযোগ দিয়ে সুরা ইয়াসিন তিলাওয়াত করছেন। আমাতুল্লাহর ঠোঁটে হাসির রেখা ফুটল। এরকম মধুর সুর সে আর কখনোই শোনেনি। কুরআন তিলাওয়াত শুনতে শুনতে আমাতুল্লাহ গভীর ভাবনায় হারিয়ে গেল ।

‘আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ।’

কাউকে সালাম দিতে শুনে আমাতুল্লাহ বাস্তবে ফিরে এল। হিজাব পরিহিতা একটা মেয়ে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে কত মিষ্টি মেয়েটা!

আমাতুল্লাহর থেকে জবাব না পেয়ে মেয়েটা বলল,

‘আপু, তুমি কি জানো না, সালামের জবাব দেয়া ওয়াজিব?’

আমাতুল্লাহ কিছুটা ইতস্তত হয়ে বলল,

‘অলাইকুম সালাম।’

মেয়েটা এবার কিছুটা শাসনের সুরে বলল,

‘বুঝেছি, আম্মু তোমাকে এখনো কিছুই শেখায়নি। ওটা হবে ‘‘ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু‘।’ মেয়েটার কথায় আমাতুল্লাহ কিছুটা লজ্জা পেল। মেয়েটার কাছে নিজেকে অনেক ছোট মনে হতে লাগল। আমাতুল্লাহকে লজ্জা পেতে দেখে মধ্যবয়স্ক মহিলাটি মেয়েটার কান টেনে বলল, ‘এই যে, আয়েশা মেডাম, আপনাকে এত মাস্টারি করতে হবে না। যান, আপনার ভাইকে নাস্তা খেতে ডাকুন।’

মেয়েটা মুচকি হেসে বলল, ‘আম্মু, আপনি যান তো। আমি আপুর সাথে পরিচিত হয়ে নিচ্ছি।’

আয়েশা আমাতুল্লাহর হাতটা ধরে বলল, ‘চলো, যেতে যেতে পরিচিত হয়ে নিব।’

এই অল্প সময়ে আয়েশা আমাতুল্লাহকে অনেক আপন করে নিয়েছে।

৬.

আজ তিন দিন হয়েছে আমাতুল্লাহ এই বাড়িতে আছে। আমাতুল্লাহর মাঝে অনেক পরিবর্তন আসতে লাগল। আয়েশার সাথে যোহরের নামাজ আদায় করে আমাতুল্লাহ রুমে এলো। ইসলামিক একটা বই পড়তে পড়তে হঠাৎ আমাতুল্লাহর চোখ পড়ল টেবিলের ওপরে থাকা কাগজটায়। হাতে নিয়ে দেখল, তাকে নিয়ে লেখা একটি চিঠি! আমাতুল্লাহ অধীর আগ্রহ নিয়ে চিঠিটা পড়তে লাগল।

> *‘জনাবা,*
>
> *আপনাকে সম্বোধন করার মতো কোনো শব্দ আমার কাছে নেই। আমি জানি, আপনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। গত কিছুদিন আগে ঘটে যাওয়া*

অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনাটির রেশ এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেননি। আচ্ছা, আপনার কি নিজেকে মূল্যবান মনে হয় না? নারী মানেই মূল্যবান! যদি সে নিজেকে মুক্তোর মতো লুকিয়ে রাখতে পারে। ইসলামে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে আপনার ধারণা আছে কি-না আমার জানা নেই। অতীতের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা করুন। তিনি আপনাকে ফিরিয়ে দেবেন না। জানেন, আল্লাহ কতটা দয়ালু! কুরআন মাজীদের সুরা ফুরকানে আল্লাহ সুবনাহু ওয়া তাআলা ইরশাদ করেছেন,

''কিন্তু যারা তাওবা করে, বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের গুনাহকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।' (সুরা ফুরকান, আয়াত: ৭০)

আয়েশার কাছে জেনেছি আপনার নাম আমাতুল্লাহ। আচ্ছা, আপনার নামের অর্থ জানেন? আমাতুল্লাহ শব্দের অর্থ, 'আল্লাহর বান্দী'। কত সুন্দর নাম এবং নামের অর্থ! আমি আশা করছি আপনি আল্লাহর বান্দী থেকে আল্লাহর একজন 'প্রিয় বান্দী' হওয়ার চেষ্টা করবেন। আল্লাহকে ভয় করুন আমাতুল্লাহ, ফিরে যান রবের দিকে। তিনি আপনার প্রতীক্ষায় আছেন। আপনি তাঁর কাছে ফিরে যাবেন বলে তিনি অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। আল্লাহ আপনাকে কবুল করুন, আমীন।'

ইতি– আবরার

আবরারের কাগজটা মন দিয়ে পড়ে আমাতুল্লাহ চোখের পানি মুছল। সে মনে মনে ভাবতে লাগল,

জীবনে কত গুনাহ করেছি! আমি গুনাহর সাগরে ভাসছি। গুনাহ করতে করতে আমার অন্তর মরে গেছে। এখন গুনাহ ছাড়া অন্তরকে প্রশান্ত করা যাচ্ছে না। হায়! আমার পরিণতি কত ভয়ংকর।

৭.

জামিলা সুলতানা রুমে এসেন দেখে মেয়ে ভাবনায় মগ্ন হয়ে আছে।

'আমাতুল্লাহ, এই আমাতুল্লাহ'।

মায়ের ডাকে আমাতুল্লাহ বাস্তবে ফিরে এল। মাকে জড়িয়ে ধরে কান্নামাখা কণ্ঠে বলল,

‘আম্মু, আমি তোমার সাথে কত খারাপ ব্যবহার করেছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।’

মেয়ের কথায় জামিলা সুলতানা মুচকি হেসে বললেন,

‘ধুর, পাগলী কোথাকার। আমি কিছুই মনে করিনি। আল্লাহ যে তোমাকে দ্বীনের পথে ফিরিয়ে এনেছেন এতেই আলহামদুলিল্লাহ।’

‘আমার জন্য দুআ করো আম্মু। আমি যেন আল্লাহর একজন ‘‘প্রিয় বান্দী‘ হতে পারি। আমার তো বেহিসাব গুনাহ! এখন আল্লাহ যদি ক্ষমা করেন।’

আমাতুল্লাহর চিবুক ধরে জামিলা সুলতানা তার দিকে ফিরিয়ে বললেন,

‘ইনশাআল্লাহ, তিনি তোমাকে ফিরিয়ে দেবেন না। তোমার সাথে একটু কথা ছিল আমাতুল্লাহ।’

‘জি, বলো।’

জামিলা সুলতানা আমতা আমতা করে বললেন,

‘তোমার জন্য একটি বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। ছেলে আলেম। বর্তমানে একটি মাদরাসায় শিক্ষকতা করার পাশাপাশি মসজিদে ইমামতি করছে। তোমার মতামত নিয়ে তাদের জানাতে বলেছে।’

‘আম্মু, তাঁরা কি সব জানে আমার ব্যাপারে?’

‘হ্যাঁ, তারা তোমার ব্যাপারে সব জেনেই প্রস্তাব পাঠিয়েছে। এখন তুমি বলো তাঁদের কী বলব?’

‘তোমরা যা ভালো মনে করো।’

জামিলা সুলতানা খুশি হয়ে বললেন—‘আলহামদুলিল্লাহ।’